National Journal of
Hindi & Sanskrit Research

ISSN: 2454-9177
NJHSR 2026; 1(66): 192-195
© 2026 NJHSR
www.sanskritarticle.com

स्वपनसिंं
गवेषणाशिक्षार्थी
स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग
राँचीविश्वविद्यालय,राँची

Correspondence:
स्वपन सिंह्
शोधार्थी,
संस्कृत स्नातकोत्तर विभाग,
रांची विश्वविद्यालय, रांची

ভারতীয় জ্ঞানপরম্পরায় উপনিষদের মহত্ব

স্বপনসিংং

Abstract-
ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার উৎস হল বেদ-বেদাঙ্গ-উপনিষদ। বেদ সর্ব জ্ঞান-কর্ম-ও বিজ্ঞানের মনিময় আধার। প্রাচীন থেকে বর্তমান ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার বিশ্লেষন করলে দেখা যাবে ভারতীয় সভ্যতা, 'ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, শিল্পকলা, দর্শন ও বিজ্ঞানের মূল হল বেদ। বেদের অন্তিম অংশ বেদান্ত বা সিদ্ধান্ত। যা উপনিষদ নামে পরিচিত। উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় হল আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনায় আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি ও আত্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির মধ্যে প্রশ্ন, সংলাপ, ও আখ্যানের মাধ্যমে যে ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার দিকগুলি ফুটে উঠেছে সেগুলি ভারতীয় জ্ঞানকে অলঙ্কৃত করেছে, বিশ্বের দরবারে ভারতকে নতুন পরিচয় দিয়েছে। এ জ্ঞানে দিক গুলি আলোচনা অবসরে - "ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরায় উপনিষদের মহত্ব" -প্রবন্ধটি অতিপ্রাসঙ্গিক হবে। এখানে প্রাচীন ও বর্তমান ভারতীয় জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে মেলবন্ধন দেখানো হবে। বর্তমান সময়ে জ্ঞানগুলির প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা আলোচনা করা হবে। সর্বোপরি এই জ্ঞান দেশ ছাড়িয়ে বিশ্বে বিশ্বজনীন ঐক্য ও শান্তির বার্তা নির্দেশ করবে। যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিভিন্ন নৈতিকজ্ঞানের দিকগুলি খুঁজে পাবে।

Key words -- উপনিষদ্, আত্মজ্ঞান. ধার্মিক মহত্ব, সাংস্কৃতিক মহত্ব, নৈতিক মহত্ব, সামাজিক মহত্ব, শিক্ষায় মহত্ব।

ভূমিকা-

ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার মূল উৎস বেদ-বেদাঙ্গ-উপনিষদ, গীতা, রামায়ন মহাজরত, মনুসংহিতা, অর্থশাস্ত্র, এবং বিজ্ঞানে চরক সংহিতা, মুশ্রুত সংহিতা, ইত্যাদি বহু শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলী।এদের মধ্যে প্রধান বেদ-বেদাঙ্গ-উপনিষদ। বেদ ভারতীয় জ্ঞান-কর্ম-বিজ্ঞানের মনিময় আধার। প্রাচীন থেকে বর্তমান ভারতীয় জ্ঞান পরাম্পরা বিশ্লেষ করলে দেখা যাবে ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম, সংস্কৃতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, শিল্পকলা, দর্শন ও বিজ্ঞানের মূল উৎস বেদ। বেদের অন্তিম্ ভাগ বেদান্ত। যা উপনিষদ নামে পরিচিত। উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা এবং মোক্ষ লাভের পদ্ধতি। পরন্ত ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা অবসরে আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে আত্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরপ্রশ্ন, সংলাপ, আখ্যানের মাধ্যমদিয়ে সে ভারতীয় জানের বিভিন্ন দিক গুলি আলোচিত হয়েছে সেগুলি ভারতীত জ্ঞানের ঐতিহ্যকে অলংকৃত করেছে। বিশ্বদরবারে ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছে এবং নতুন পরিচয় তৈরি করেছে। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্মেষ ঘটেছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলাভাষায়-

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত ৩ব বনভবনে
জানধর্ম' কত কাব্য-কাহিনী।"

অর্থাৎ জ্ঞান-ধর্মের প্রথম সূত্রপাত তপোবনে। সেই জ্ঞান-ধর্ম আজও মানুষের মধ্যে জীবিত ও প্রচারিত। এইজন্য বলা যায় - উপনিষদ মানুষের জ্ঞানের ধারকও বাহক। মানুষের জ্ঞান-ধর্মের মার্গনির্দেশক। মানুষের জীবনে সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে উপনিষদ যে অমৃত জ্ঞানরাশি দান করেছে তা মানবজাতির প্রাণসম্পদ। সেই অমৃত পান করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতারূপে আমাদের অমৃতবানী দিয়েছেন

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।

(গীতা মাহাত্ম্যম্।)

বেদ ও উপনিষদের পরিচয়-

"বিদ্যতে অনেন ইতি" বেদ। বেদ দেয় জ্ঞান। সেই জ্ঞান হল-পরম সত্যজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। বেদ শব্দটি গঠন বিদ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ওঅচ্ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন। তাই বেদের আক্ষরিক অর্থ হল জ্ঞান। বেদ সমগ্র জ্ঞানের ভান্ডার। মানবজাতির অমৃতময় ক্ষীরসমুদ্র। বেদের সৃষ্টি নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কারও কারও মতে বেদ- চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখনিঃসৃতবানী। কারও মতে সত্য, শাশ্বত, চিরন্তন, এবং সৃষ্টির পূর্বে বর্তমান ছিল। তাই স্বয়ং প্রকাশিত ও অপৌরুষেয়। তবে মতামত ভিন্ন ভিন্ন হলেও জ্ঞান এক ও অভিন্ন তাহল বেদ

নিত্য। একথা ঋষিদের কথায় প্রমানিত- বেদান্তের বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে - **অত এব চ নিত্যত্বম্" (অত এব চ নিত্যত্বম্) (ব্রহ্মসূত্র ১.৩.২৯) ।**

পূর্ব মীমাংসায়–

নিত্যস্তু স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ" (নিত্যস্তুস্যাদ্দর্শনস্যপরার্থত্বাৎ)।(মী.সূত্র ১/১/১৮)।

সাংখ্যদর্শনের মহর্ষি কপিল প্রণীত **'সাংখ্য প্রবচন সূত্র'--ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ" (ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্তৃ: পুরুষস্যাভাবাৎ)।**

(সাংখ্য প্রবচন সূত্র'—৫/৪৬।)

মহাভারতে বলা হয়েছে-**"যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।**

লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা।। (মহা.শা. পর্ব২১০/১৯)

এই বেদজ্ঞান ঋষিগুরুর মুখে উচ্চারিত শিষ্যরা তা শুনে শুনে মনে রাখতো তাই বেদের অপর নাম শ্রুতি। শ্রুতিছাড়াও কয়েকটি বেদের অপর নাম রয়েছে-তা হল ছন্দস্, আগম, নিগম, এয়ী, দশতয়ী, ইত্যাদি।

প্রতিটি বেদের চারটি অংশ- মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্। অন্তিম ভাগ বেদান্ত, যা উপনিষদ নামে পরিচিত। উপনিষদ শব্দটির অর্থ বিশ্লেষন করলে পাওয়া যায়। উপ- অর্থাৎ ঋষিতুল্য আত্মজ্ঞানী গুরুর সমীপে উপস্থিত হয়ে, নি - অর্থাৎ নিশ্চয়ভাবে 'সদ্' অর্থাৎ অজ্ঞানের বিনাশ ও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা। তাই উপনিষদের মূল উদ্দেশ্য ব্রহ্মপ্রাপ্তি। ঋক্, সাম, যজু, ও অথর্ব চারটি বেদের পৃথকপৃথক উপনিষদ আছে।উপনিষদের সংখ্যা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে, তার মধ্যে মুক্তিকোপনিষদে মোট প্রায় ১০৮ টি উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১০টি উপনিষদের ভাষ্য শঙ্করাচার্য রচনা করেছেন। সেগুলি হল-ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুন্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্যও বৃহদারণ্যক উপনিষদ। এরসঙ্গে কৌষিতকী, শ্বেতাশ্বতরও মৈত্রায়নী ধরলে মোট ১৩টি উপনিষদের প্রধান বা মুখ্য প্রামাণিক উপনিষদ।

নিম্নে উক্ত উপনিষদগুলির মধ্যে নিহিত ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার বিভিন্ন দিক গুলি আলোচনা করা হল।

আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা-

আত্মজ্ঞান - এর অর্থ হল নিজের জ্ঞান।মানুষের ভেতরের জ্ঞান, বাইরের জ্ঞান নয়। এই জ্ঞান আমাদের মধ্যে প্রজ্ঞা।আর সেই প্রজ্ঞার অধিকারী হলে আমরা বুঝতে পারি, আমার ও আর সকলের মধ্যে আপাতবাইরের দৃষ্টিতে আলাদা আলাদা দেখাদিলেও মূলত আমরা এক ও অভিন্ন। তখন জানতে পারি আমরা শরীর মাত্র নই, মন মাত্র নয়,। আমরা প্রকৃতপক্ষে আত্মা। এই এক আত্মা সমস্ত মানুষের মধ্যে, সমস্ত জীবও জগতে সর্বত্র বিরাজমান। তিনিই জীব-জগতের পরমতত্ত্ব। যা ব্রহ্মবিদ্যা নামে পরিচিত।

একমাত্র সংহিতার অন্তর্গত শুক্লযজুর্বেদীয় ঈশোপনিষদে প্রারম্ভে মন্ত্রে বলা হয়েছে-

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ। (ঈশ.উ.১)

শান্তি মন্ত্রেও বলা হয়েছে-

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্নমিদং পূর্নাৎ পূর্নমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে "

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ । (ঈশ.উ. শান্তি মন্ত্র)

আর্থাৎ তিনি (ব্রহ্মা) পূর্ণ অদৃশ্যমান অভ্যন্তরে, তিনিই দৃশ্যমান বাইরে জগতেপুন,পূর্ণতাঁর থেকেই প্রকাশিত, তাঁর থেকে পূর্ণকে সরিয়ে নিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন। অতঃ ব্রহ্মই সর্বত্র, ব্রহ্মার মধ্যেই প্রকাশিত হয়ে-স্থিতি-লয়-প্রাপ্ত হয়। তাই মানুষের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক- আধিদৈবিক- এই ত্রিবিধ দুঃখ বিনাশ হোক এবং মানবজীবন শান্তিময় হোক।

এই রকম প্রতিটি উপনিষদে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে মহাব্যক্য গুলি জ্বলন্ত প্রমাণ মধুকান্ডে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন-**"অহং ব্রহ্মাস্মি"।** সামবেদের ছান্দোগ্য উপনিষদে-উদ্দালক আরুনি তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে আত্মারস্বরূপ বুঝিয়েছেন-**" তত্ত্বমসি"** অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্মা। অথর্ববেদের মান্ডুক্যউপনিষদে বলা হয়েছে-**"অয়মাত্মাব্রহ্মা"।** এই আমার ভেতরের আত্মাইব্রহ্ম।ঋগ্বেদের ঐতরেয় উপনিষদে-বিশুদ্ধ চৈতন্যকে ব্রহ্মা বলা হয়েছে-**" প্রজ্ঞানং ব্রহ্মা"।** অর্থাৎ বিশুদ্ধজ্ঞানই ব্রহ্মা।

জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আত্মজ্ঞানহল আমাদের শরীর, মন বাদদিয়ে মানুষের ভেতরে- অনন্ত শক্তি, অনন্তজ্ঞান, অনন্ত সত্য, আনন্দময় আত্মা রয়েছে। সেই শক্তির বিকাশ ও প্রকাশ আমাদের ধর্ম। তার জন্য নিজেকে জানা আবশ্যক। নিজের সম্পর্কে সুন্দর একটি উপমাদিয়ে **কঠোপনিষদে** বলা হয়েছে

আত্মনং রথিনং বিদ্ধি শরীরংরথমেব তু।

বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধিমনঃ প্রগ্রহমেবচ।৩

ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু। (কঠ.১/৩/৩৩৪)

অর্থাত্ আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে লাগাম বলে জানবে। ইন্দ্রিয় গুলিকে অশ্ব।

তাই মানুষ সংযম মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রন করে সর্বদা বিবেক বিচার বুদ্ধি দিয়ে জীবন রথ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সর্বদা আমাদের চিন্তা-কথা-কাজ ও ব্যবহার বিচার-বিবেকের সঙ্গে বুদ্ধি দিয়ে করতে হবে। যেন কথা-কাজ-চিন্তায় পবিত্রতাথাকে। তাহলে আমাদের মানসিক, বাচিক, শারীরিক শক্তি সংরক্ষন হবে। জীবনে আত্মসংযম, ও আত্মশৃঙ্খলা, আত্মচিন্তা, আত্মশ্রদ্ধা, ও আত্ম বিশ্বাস বাড়বে। তার ফলে যেকোনো সমস্যায় মন বিচলিত হবে না, সন্তুষ্ট থাকবে। অভাবে মন সন্তোষ থাকবে। প্রতিটি মানুষকে এই ভাবে কথা চিন্তা- ও কাজের মাধ্যমে সুন্দর আচার-ব্যবহার গড়ে তুলতে প্রচেষ্টা করতে হবে। তবেই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন, জবিন গঠন, ও আত্মবিকাশতা সার্থক হবে।জীবনের সফলতা ও সার্থকতা নিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণেবলেছেন মানুষের যথার্থ উদ্দেশ্য-হল-

এতাবৎ জন্মসাফল্যং দেহিনামিহদেহিষু।

প্রানৈরর্থৈধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা। (শ্রীমদ্. মহা. পু. ১০/২২/৩৫)

দেহ, বুদ্ধি, কথা, অর্থ, দিয়ে অপরের কল্যাণ করতে হবে।

নিষ্কামকর্মের উপাসনা

মানুষ কর্ম ব্যতিত ক্ষণকাল ও থাকতে পারেনা। মানুষ প্রতি মুহূর্তে সত্ত্ব, রজ, তমো গুনের বশীভূতহয়ে কর্ম করতে বাধ্য হয়। কর্ম হীন মানুষের জীবনযাত্রা চলতে পারে না। তাই কর্মশীল মানুষ কিভাবে কর্ম করবে তা ঈশোপনিষদে নির্দেশ করা হয়েছে দ্বিতীয় মন্ত্রে--

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।

এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তিন কর্ম লিপ্যতে নরে । (ঈশ.উ. ২)

মানুষের আয়ু শত বছর। এই পূর্ণজীবন আমাদের সার্থক করতে হবে। পূর্ণজীবন যাপনে নিজে কর্মকর্তব্য সুন্দর ভাবে পালন করতে হবে। কর্মপালনে ভোগ, আকাঙ্কা, কামনা-বাসনা, থাকবে না। কর্ম হবে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, কায়মনো-বাক্যে পবিত্র, ত্যাগও সেবাবা পূজাভাব থাকবে। অহমবোধের লেশমাত্রও থাকবে না। আমাদের কর্মপালনে কর্তৃত্ব থাকবেনা। কর্মফলের আকাঙ্ক্ষাহীন হয়েই শুধুমাত্র কর্তব্য কর্মপালন করতে হবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন-

কর্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

কর্মফলহেতুর্ভূমা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মনি। (গীতা সা.যো.৪৭)।

অর্থাৎ অনাসক্তভাবে কর্মফলের আশা না করেই নিজের কর্ম করতে হবে।

ধার্মিক মহত্ত্ব:

উপনিষদ সর্বধর্মের আশ্রয়। মনুসংহিতায়বলাহয়েছে--

মা কশ্চিৎ কস্যচিৎ ধর্মো মনুনা পরিকীর্তিতাঃ।

সসর্বোঽভিহিতো বেদে সর্বজ্ঞানময়ো হিসঃ। (মনুসংহিতা ২/৭) ।

উপনিষদ মানব জাতির ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য কর্ম নির্দেশ করে। মানুষের জীবনে পালনীয়-নিত্য-নৈমিত্তিক প্রামশ্চিত কর্মের কথা উপনিষদ গুলিতে বলা হয়েছে। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য উপনিষদে বিস্তার ভাবে পঞ্চ মহাযজ্ঞের আলোচনা রয়েছে। পঞ্চমহামন্ত্র গুলি হল- **ব্রহ্মমজ্ঞ** - অর্থা বেদ, শাস্ত্র, অধ্যয়ন এবং পবিত্র থাকা, **দেবমজ্ঞ** অর্থাত্ অগ্নিতে আহুতির মাধ্যমে দেবতাদের উদ্দেশ্যে ঘৃতাদি অর্পন, মন্ত্র- **"ওঁ অগ্নিয়ে স্বাহা, ইদম্ অগ্নিয়ে হৃদম ন মম"।পিতৃযজ্ঞ-** অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে জল ও পিন্ডদান। **ভূতযজ্ঞ-** সমস্ত জীবজন্তু। পশুপাখির উদ্দেশ্যে খাদ্যবলি বা প্রদান। **নৃযজ্ঞ**-অর্থাত্ অতিথিদের সেবা, ভোজন, জল প্রকৃতিপ্রদান। মূলত উপনিষদে জীবনে করণীয় কর্ম সম্বন্ধে- নিষ্কাম কর্ম, সত্যবাদী, আত্মসংঘম, জ্ঞানবান, আধ্যাত্মিক উন্নতি, ত্যাগ ও সেবার কথা বলা হয়েছে আর ও উন্নত চিন্তা করে ভাবতে হবে আমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। আমার ধন, জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে"। অমর্ববেদ এই জ্ঞান দেয়- **-মাতা ভূমি: পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ বয়ং তুভ্যং বলিহৃতঃ স্যাম।**

সাংস্কৃতিক মহত্ত্ব

ভারত এক আধ্যাত্মিকতার দেশ। এই পরিচয় বিশ্বে সবার সুবিদিত। নানা ভাষা, নানা মত, পরিে আত্মসংঘম, জ্ঞানবান, আধ্যাত্মিক উন্নতি, ত্যাগ ও সেবার কথাবলাহয়েছে।আরওউন্নত চিন্তা করে ভাবতে হবে - **আমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। আমার ধন, জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে"।**

নানা জাতি, নানা ধর্ম, নানা বর্ণ, বিবিধের মাঝে মিলন মহান। আমরা সবাই ভারত মাতার সন্তান। আমাদের এফ' পরিচয় ভারতবাসী। ভারতের সাচার-ব্যবহার বিশ্বে চর্চিত। উপনিষদে আচারেন বিবরণ পাওয়া থাম- গুরু শিষ্য, পিতা-পুত্র, পরিবার-পরিজন, সমাজ-ব্যক্তি, জাতীয়তা, বিশ্ব বন্ধুত্ব, পরোপকার,' দয়া- চান, ত্যাগ- ভোগের সমুন্নয়, সৎকর্ম, এবং অতিথি সৎকার হত্যাদি।

ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস, আত্মসংযম, আত্মশ্রদ্ধা, এক সত্ত্বারতাম, বহুদেবতার স্তুতি, নিশমকর্মের উপাসন্য, জ্ঞান-কর্মের সমন্বয়, জবিনের লক্ষ্য, আত্মজ্ঞান, এবং মুক্তি ইত্যাদি বহু সংস্কারের উল্লেখ পাই উপনিষদে।তারউদহরন পাই-বাক্যগুলি-**সত্যং বদ, ধর্মং চর, স্বাধ্যায়াৎ মা প্রমদ!"। (তৈ.উ.১/১১/১)**।

এছাড়া-কঠোপনিষদে -নচিকেতা-পিতা, মমরাজ সংলাপের মধ্যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদে -ঋষি মাজ্ঞবল্ক্য এবং পত্নী মৈত্রেয়ী কথবোকোথনে, প্রশ্ন, ওকেন ইত্যাদি উপননিমদে - গুরু-শিষ্যের প্রশ্ন-উত্তরে ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তপাওয়া যায়।

নৈতিকমহত্ত্ব -

উপনিষদ জীবনের শিক্ষা দেয়। জীবনের সঠিক মার্গ দেখায়। নৈতিক শিক্ষনীয় বিষয় গুলি হল-ত্যাগ, সত্য, ধর্ম, সংযম; পবিত্র, সেবা; প্রেম, সন্তোষ, প্রার্থনা, আত্ম জ্ঞান, মোক্ষ-ইত্যাদি। নীতি মন্ত্র গুলি জীবনে অমূল্য রত্ন। 'অসংখ্য নীতিমন্ত্র ও পংক্তি উপনিষদে রয়েছে। তার মধ্যে যেমন-**ঈশোপনিষদে** প্রথম মন্ত্রে ত্যাগের কথা বলা হয়েছে-- **" তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধ: কস্যস্বিদ্ধনম"।১।।**অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা পালন কর, কারও ধনসম্পদে লোভকরনা। শ্রেয় ও প্রেয় মধ্যে সঠিক পথ নির্দেশ করা হয়েছে-

শ্রেয়শ্চ প্রেয়মশ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ

সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীর:। (কঠ.উ.১/২/২) ।

অর্থাৎ ধীর ব্যক্তি শ্রেয় ও প্রেয়র মধ্যে শ্রেয় পদ গ্রহণ করেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে- শ্রদ্ধা ওভক্তিরনির্দেশ করা হয়েছে—

"মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব॥"

(তৈ. উ. ১.১১.২)

অর্থাৎ-মা, বাবা, গুরু এবং অতিথিকে দেবতার মতো সম্মান করো।

বৃহদারণ্যকোপনিষদেইন্দ্রিয় দমন এবং ত্যাগের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে--

অসতো মা সদ্গময়,। তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়"।

অর্থাৎ মিথ্যা থেকে সৎপথে, অজ্ঞান অন্ধকার থেকে আলোতে, মৃত্যুথেকে অমরত্বে দিকে নিয়ে যাও।

শিক্ষায় মহত্ব-

শিক্ষা মানব জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা- জ্ঞানের আলো দেয়। হিতোপদেশে নীতিবাক্যে শিক্ষার গুরুত প্রকাশ হয়েছে।--

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং, বিনয়াদ্যাতি পাত্রতাম্।

পাত্রত্বাদ্ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ততঃসুখম্।

এই ভাবে শিক্ষা মানুসের জীবনে ধর্মও সুখ নিয়ে আসে।

উপনিষদে শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের সামগ্রিক বিকাশ।বিশেষভাবে পূর্বে উল্লেখিত **--** ইত্যদি বহু নীতি মন্ত্রের মাধ্যমে জ্ঞান- ত্যাগ-ও সেবার শিক্ষা দেয়।যার ফলে শিক্ষার্থীশিষ্য চরিত্রবান আদর্শ মানুষ তৈরি হয়। সেই শিক্ষার লক্ষ্যেও উদ্দেশ্যে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায়ও শিক্ষার্থীর শারীরি -মানসিক- জ্ঞানের বিকাশের কথা পাওয়া যায়। জীবনেদৃঢ়সংকল্পনিয়ে লক্ষ্য স্থির করে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ধৈর্য্য ওএকাগ্রতা জাগ্রত করতে আধুনিক মানুষের জন্য এক মহাশক্তিশালী মহামন্ত্র **--উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।" (কঠ ১.৩.১৪)।**

অর্থাৎ ওঠো, জাগো এবং শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের কাছে গিয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করো।

উপনিষদের যে শিক্ষা দান পদ্ধতি- গুরুর সমীপে গিয়ে গুরুগৃহে আবাসিক শিক্ষা। এখনও কিছু কিছু আবাসিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই পদ্ধতি চালু রয়েছে।শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ট। গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক পিতা-পুত্রের ন্যায় ছিল। শিক্ষার্থী বিনিত প্রনাম, সেবা, মনোভাব নিয়ে উপযুক্ত প্রশ্ন করার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করতো। ভগবান গিতায় বলেছেন-

তদ্বিদ্ধিপ্রণিপাতেনপরিপ্রশ্নেনসেবয়া।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ (গীতা ৪/৩৪)

শিক্ষ-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক যাতে আরও শ্রদ্ধাযুক্তওস্নেহময় হয় তার জন্য উপনিষদে শান্তি মন্ত্র-

ওঁ সহ না ববতু, সহ নৌভুনক্ত, সহ বীর্যং করবাবহৈ।

তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ 11শান্তি মন্ত্র ।

বর্তমান ২০২০ জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাচীনও বর্তমান ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা নিহিত রয়েছে।

দার্শনিক মহত্ত্ব:-

জীব-জগত সৃষ্টি তত্ত্বাসৃষ্টির আদিতে একমাত্র পরমাত্মা ব্রহ্মই ছিলেন। তিনি নিজের স্বরূপ জানার জন্য নিজের ইচ্ছায় মায়ারূপ জীবও জগৎ সৃষ্টি করলেন। বৃহদারন্যক উপনিষদে বলা হয়েছে --

" আত্মা এব ইদম্ অগ্রে আসীৎ,(বৃহ.উ.১/৪/১)।এই সৃষ্টিতত্ত্ব শেখায় যে জগতের বৈচিত্র্য আসলে সেই এক পরম সত্তারই রূপান্তর। অর্থাৎ, গাছপালা, পশু-পাখি এবং মানুষ— সবাই একই মূল উৎস থেকে আগত।

ছান্দোগ্যউপনিষদে- **সদেব সোম্যেদমন্ত্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। (ছা.উ.৬/২/১)**

ঋষি উদ্দালক তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে সৃষ্টির রহস্য বোঝাতে গিয়ে এই সত্যটি প্রকাশ করেন।সৃষ্টির আদিতে সদ্ রূপে ব্রহ্মা এক বা অদ্বিতীয় ছিলেন।এই সদ্ থেকে প্রথমে আকাশ- বায়ু-অগ্নি-জলও (অন্ন) পৃথিবী সৃষ্টি হল।জগত সৃষ্টির আগে যা ছিল তা 'অসৎ' (শূন্য) নয়, বরং 'সৎ'। 'সৎ' মানে যা ত্রিকালাবাধিত— অর্থাৎ অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এই 'সৎ'-ই হলো ব্রহ্ম।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে- **তস্মাদ বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশ: সংভূতঃ।**

আকামাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নি: অগ্নেরাপ: দ্যঃ পৃথিবী। (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২.১.১) ।

সৃষ্টির এই ক্রমটি সূক্ষ্ম থেকে স্থূলের দিকে অগ্রসর হয়েছে। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা থেকে একে একে পাঁচটি মহাভূত উৎপন্ন হয়েছে:

১. আত্মা থেকে আকাশ: সৃষ্টির শুরুতে পরমাত্মা থেকে 'আকাশ' উৎপন্ন হলো। আকাশের গুণ হলো 'শব্দ'। এটি সবচেয়ে সূক্ষ্ম।

২. আকাশ থেকে বায়ু: আকাশ থেকে 'বায়ু' উৎপন্ন হলো। বায়ুর নিজস্ব গুণ 'স্পর্শ', এবং আকাশের গুণ 'শব্দ'—এই দুটিই বায়ুতে বিদ্যমান।

৩. বায়ু থেকে অগ্নি: বায়ু থেকে 'অগ্নি'উৎপন্ন হলো। অগ্নির নিজস্ব গুণ 'রূপ', সাথে আগের দুটি গুণ (শব্দ ও স্পর্শ) মিলে এতে তিনটি গুণ থাকে।

৪. অগ্নি থেকে জল: অগ্নি থেকে 'জল' উৎপন্ন হলো। জলের নিজস্ব গুণ 'রস'। আগের গুণগুলোসহ এতে মোট চারটি গুণ বর্তমান।

৫. জল থেকে পৃথিবী: জল থেকে 'পৃথিবীউৎপন্ন হলো। পৃথিবীর নিজস্ব গুণ 'গন্ধ'। এতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—পাঁচটি গুণই বিদ্যমান। এটি সবচেয়ে স্থূল।

সার্বজনীন মহত্ত্ব:-

ঐক্য ও শান্তির বার্তা।বর্তমান ক্ষমতা দখলের জন্য সংঘাতপূর্ণবিশ্বে উপনিষদের শান্তি ও ঐক্যে বাণীও মন্ত্র খুবই প্রাসঙ্গিক ।বর্তমান পৃথিবীকে ধ্বংশের হাত থেকে রক্ষার একমাত্র উপায় শান্তির বার্তা- যা ভাবতীয় জ্ঞান পরম্পরায় চিরকালে বিরাজমান। বেদের একসাথে চলার মন্ত্র-

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্। দেবাভাগং মথা পূর্বে সং জানানা উপাসতে।সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্। সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃসমানেন বো হবিষা যুহোমি সমানী বঃ আকুতি: সমানা হৃদয়ানি- বঃ;সমানমস্ত বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি,, (ঋগ্বেদে"১০।১৯১।)

এছাড়া পৃথিবী এক পরিবার, বিশ্ববাসী আমাদের অত্মীয় পরিজন। এইভাব মহাউপনিষদে পাওয়া যায়-

অয়ং নিজ: পরো বেতি গননালঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধা এব কুটুম্বকম্" । (মহোপনিষদ৪/৭১)।

উপনিষদ এই জ্ঞান দেয়- উচ্চ-নীচ-, ধন-নির্ধন-আস্তিক-নাস্তিক, দেশ-বিদেশ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ- সম্প্রদাস-নির্বিশেষে আমরা এক জাতি মানব জাতি। এক সমাজ মানবসমাজ, এক ধর্ম মানবধর্ম। বিশ্ববাসীর কল্যান আমাদের প্রার্থণা **বৃহদারণ্যক** উপনিষদে-

সর্বে ভবন্ত সুখিনঃ,সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ ,সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্ত ,
মাকশ্চিৎ দুঃখভাগভবেৎ, ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি: ওঁ তৎ সদ্ ।শান্তি মন্ত্র।

গ্রন্থপঞ্জী----

১. ঈশোপনিষদ্ - বন্দোপাধ্যায়, শ্রী অশোককুমার,পরিবর্দ্ধিতওপরিমার্জিতসংস্করণ, সদেশ, কলকাতা, জুলাই ২০০৬

২. উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী সম্পা. স্বামী গম্ভীরানন্দ, (প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়ভাগ) তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৭

৩.উপনিষদ(প্রথম ভাগ) –স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, আনন্দপাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯

৪. উপনিষদ সন্দেশ -স্বামীরঙ্গনাথানন্দ , প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৮

৫. কঠোপনিষদ্–স্বামী ভূতেশানন্দ , প্রথম সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৯১

৬. মুণ্ডকোপনিষদ্- স্বামী ভূতেশানন্দ , তৃতীয় সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০২৪

৭. ঈশোপনিষদ্-(অনুবাদ) স্বামী জুষ্টানন্দ , প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৯৯

৮. শ্রীমদ্ভগবদগীতা–স্বামী জগদীশ্বরানন্দ , জগদানন্দ,নবমসংস্করণ , উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৯

৯.শ্রীমদ্ভাগবদগীতা- স্বামী ভাবঘনানন্দ , অনুদিত, দ্বিতীয়সংস্করণ, কলকাতা, উদ্বোধন , ২০০৩

১০. উপনিষদ - অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষপা

১১.মুণ্ডকোপনিষৎ- অনুবাদক, স্বামী জুষ্টানন্দপ্রথম সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৯

১২. উপনিষদ – গীতা প্রেস , গোরখপুর

১৩. কঠোপনিষদ্- অনুবাদক স্বামী জুষ্টানন্দ ,উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,

১৪. তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ – অনুবাদক, স্বামী জুষ্টানন্দ,প্রথম সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৪

১৫ .কেনোপনিষদ্ - অনুবাদক, স্বামী জুষ্টানন্দ , দ্বিতীয় সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০০০

১৬. বেদের পরিচয়-(বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস)ডঃ যোগীরাজ বসু,ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭০

১৭. সংস্কৃত বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস-গোপ, অধ্যাপক যুধিষ্ঠির, প্রথম সংস্করণ, সংস্কৃত বুক ডিপো,,কলকাত, ২০০৩

১৮. সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা , বন্দোপাধ্যায়, শ্রীমতিশান্তি , সংস্কত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা

১৯.বেদভাবনা- চট্টোপাধ্যায়, অমরকুমার, মহামহোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, সংস্কত বুকডিপো, কলকাতা, ১৪৩১